দৈনিক জনকণ্ঠ

FEB 25 2001

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ .....

রাজধানীতে দশটি সরকারী মডেল হাইস্কুল নির্মাণে শম্বুক গতি

শরিফুজ্জামান পিন্টু ॥ রাজধানীর আট সংসদীয় আসনে আটটিসহ মোট দশটি সরকারী মডেল হাইস্কুল নির্মাণ কাজ আজও শুরু হয়নি। '৯৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত কয়েকটি স্কুলের জন্য জমি কেনা ছাড়া আর কোন অগ্রগতি নেই। প্রায় ১শ' ২২ কোটি টাকার জনগুরুত্বসম্পন্ন এই প্রকল্প একনেকে অনুমোদন লাভের পর শম্বুকগতিতে চলছে। এভাবে চললে নির্ধারিত ২০০৪ সালের মধ্যে স্কুলগুলো চালুর সম্ভাবনা ক্ষীণ বলে জানা গেছে।

কোটি মানুষের এই রাজধানীতে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চাহিদার তুলনায় খুবই অপ্রতুল। মাত্র ২৪টি সরকারী স্কুল মাধ্যমিক স্তরের পড়াশোনার জন্য মোটেও পর্যাপ্ত নয়– এ কথা শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে শিক্ষক, অভিভাবক–সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন। প্রাথমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও গ্র্যাজুয়েট লেভেলে কিন্ডারগার্টেন, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলসহ প্রচুর প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান থাকায় এসব স্তরে সঙ্কট তুলনামূলক কম। কিন্তু মাধ্যমিক স্তরে ২৪ সরকারী স্কুল ও প্রায় তিন শ' বেসরকারী স্কুল জনবহুল এই রাজধানীর মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের চাহিদা মেটাতে পারছে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে সরকার ঢাকা মহানগরীতে দশটি আদর্শ মাধ্যমিক স্কুল স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয় '৯৯ সালে। রাজধানীর প্রত্যেকটি সংসদীয় আসনে একটি করে আটটি এবং সবচেয়ে জনবহুল এলাকায় দু'টিসহ মোট দশটি মাধ্যমিক স্কুল স্থাপনের পরিকল্পনা করা হয়। গতানুগতিক স্কুলগুলোর চেয়ে ব্যতিক্রমধর্মীভাবে এই দশটি স্কুল গড়ে তোলার ইচ্ছা ব্যক্ত করে সরকারের সংশ্লিষ্ট মহল। এগুলোর সর্বক্ষণিক সুপারভিশন করবে মন্ত্রণালয় ও ডিজি অফিস। পড়াশোনার মান সংরক্ষণে বিশেষ পদক্ষেপ নেয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

সূত্র জানায়, জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির সভায় এসব স্কুল নির্মাণের জন্য ১শ' ২২ কোটি টাকার প্রকল্প পাস হয়। এক বছরেরও বেশি সময় পার হলেও সব স্কুলের জন্য জমি কেনা যায়নি। মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা জানান, একেকটি স্কুলের জন্য যে ধরনের ও যতটুকু জমি দরকার তা রাজধানীতে টাকার বিনিময়েও সহজলভ্য নয়। যে কারণে এক বছরেও সব স্কুলের জন্য জমি কেনা যায়নি। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের ডিজি ডঃ আয়েশা খাতুন জনকণ্ঠকে বলেন, স্কুলগুলোর জন্য জমির সংস্থান প্রায় হয়ে গেছে। অচিরেই নির্মাণ কাজ শুরু হবে। তিনি আরও বলেন, বিভিন্ন প্রক্রিয়া শেষ করে ধাপে ধাপে কাজ এগোচ্ছে। ডঃ আয়েশা খাতুন বলেন, মডেল স্কুলগুলো হবে ব্যতিক্রমধর্মী। এগুলো ইচ্ছামতো চলতে দেয়া হবে না। সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে শিক্ষার মান বজায় রেখে স্কুলগুলো পরিচালনা করা হবে।